শূন্যতায় সহিষ্ণু ভূবন

জসিম মলিক

১.

বলতে দ্বিধা নেই আমার অবজারভেশন ক্ষমতা বেশ ভালো। কোনো কিছু ঘটার আগে সেটা আগাম অনুমান করতে পারার একটা ক্ষমতা আমার মধ্যে আছে। এটা কোনো ঔশ্বরিক কিছু নয়, শুধু গভীর অভিনিবেশের কারনে হতে পারে। প্রায় সময়ই এরকম হওয়ার কারনে আমি নিজেই চমকে যাই। একজন কেউ যখন আমাকে ফোন করে; হয়ত আমি তার ফোনটা প্রত্যাশা করিনি, কিন্তু আমি আগে থেকেই অনুমান করতে পারি কোনো সে আমাকে ফোন করলো। যখন দেখি আমার অনুমান সঠিক হয়েছে তখন একটু অবাক হই বৈকি। চমকেও যাই। আবার একজন মানুষের চোখ দেখে বা তার ঠোটের কাঁপন দেখেও বলা যায় সে কি ভাবছে। বা একটা কিছু ঘটনা ঘটেছে, এর পর ফলাফল কী হতে পারে তাও অনুমান করা কঠিন কিছু নয়। তবে আমি কখনও কাউকে এসব বুঝতে দেই না। আসলে আমি কাউকে আঘাত দিতে চাইনা।

আমাকে কেউ যখন একটা অনুরোধ করে আমি তা উপেক্ষা করতে পারি না। অনুরোধটা রক্ষার সব রকম চেষ্টাই আমার মধ্যে থাকে। যেমন ধরা যাক কেউ আমাকে বললো আমাকে এই কাজটা করে দাও। আমি না করতে পারি না। খুব অল্প পরিচিতি কেউ বললেও পারি না। দেখা গেলো তার কাজটা হওয়ার পরে আমাকে আর মনেই রাখলো না। আমার খারাপ লাগে বটে কিন্তু আমি সেটা তাকে বুঝতে দেইনা। আবারও যদি সে আমাকে কিছু করে দিতে বলে আমি দেবো। যেমন একজন সম্পাদক হয়ত বললেন ভাই সাহেব আমার পত্রিকার জন্য একটা লেখা দেন। আমি লেখা দিলাম। কিন্তু তিনি সহজে লেখাটা পাওয়ার কারনে যেনোতেনোভাবে ছেপে দিলেন। আমার খারাপ লাগে কিন্তু আমি কোনোদিনও সে কথা তাকে বলি না। সব সম্পাদক যে প্রপোরশন জানেন তা নয়। বা হয়ত আমার লেখাটা তার মনপূতঃ হয়নি বলে গুরুত্ব কম দিলেন। আমার যেটা হয় আমি কোনোদিন কারো কাছে কিছু চাইনি। অভিযোগও করিনি। চেয়ে না পাওয়ার বেদনা আমি মেনে নিতে পারবো না। আমার মা ছোটো বেলায় আমাকে একবার বলেছিলেন ’না চাইলে মায়েও দুধ দেয় না’।

আমি আমার অতি আপন জনদের কাছ থেকেও হর হামেশা আঘাতপ্রাপ্ত হই কিন্তু আমি বলি না যে আমাকে আর তোমরা কষ্ট দিওনা। আমাকে ভালোবেসে জীবন দিতে চায় বা আমার বুকে পিষ্ট হতে

চায় তারাও কতজন জেনে বুঝে আঘাত দেয়! জাপনীদের একাট প্রবাদ আছে, ’ফরগীভ বাট ডোন্ট ফরগেট।’ টোকিওতে আমার এক জাপানী বন্ধু কথাটা বলেছিল। আমি এটা মনে চলি।

২.

মানুষ আসলে খুবই বৈচিত্র্যময় এক জীব। বিশেষ করে নারীরা। সত্যি বলতে কী নারীর প্রতি আমার আগ্রহ অতি প্রগাঢ়। পুরুষ মানুষকে এক লহমায় চিনতে পারা যায়। এজন্য বিশেষ গবেষনার দরকার নেই। দু’চারজন রহস্যময় পুরুষ যে জগতে নেই তা কিন্তু নয়। তারপরও পুরুষরা হচ্ছে গড়পরতা ধরনের। পুরুষদের সাথে বন্ধুত্ব করা এমন কিছু কঠিন না। খুব সহজেই পুরুষের মন জয় করা যায়। কিন্তু নারীর সাথে বন্ধুত্ব খুব সহজ কাজ নয়। এজন্য প্রচুর ক্যারিশমা দরকার। নারী তার চোখের সামান্য ইশারায় একজন পুরুষের ভীত কাঁপিয়ে দিতে পারে। এটা তারা জানে। তার মধ্যে এমন এক ক্ষমতা আছে যা উপেক্ষা করা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পুরুষকে ঘায়েল করার যাবতীয় অস্ত্রই তার আছে।

নারীর মন জয় করতে পারার মধ্যে বিশেষ ধরনের কৃতিত্ব আছে। অনেক সময়ই আপাত মনে হয় যে আমি ’তাকে’ বুঝে ফেলেছি কিন্তু সেটা একটা ভুল ধারনা। আসলে নারীর মন সহজে বোঝা যায় না। এ এক অপার রহস্য। দিগন্তহীন মাহাকাশের মতোই। আমার এক বন্ধু সে তার বিবাহিত জীবনের বিশ বছর অতিবাহিত করার পর এখন বলছে সে তার স্ত্রীকে এক বিন্দও বুঝতে পারে না। কখন কী ধরণের আচরণ করবে তা তার বোধের অগম্য।

যদিও পৃথিবীতে কোনো সম্পর্কই একতরফাভাবে গড়ে উঠতে পারে না। নরী পুরুষের মিলন ছাড়া কিছুই ঘটবে না। তেমনি পুরুষ বিহনে নারীর কোনো মূল্য নেই। পুরুষের ওষ্ঠের স্পর্শ ছাড়া নারীর ওষ্ঠের নমনীয়তা অনভূত হয় না। নারীর পেলব বুকের কম্পন পুরুষের আলিঙ্গনের অপেক্ষায় প্রহর গোনে। এটা হচ্ছে চিরাচরিত কিছু নিয়মের কথা। কিন্তু নারীর চিরন্তন রহস্যের আধার ভেদ করা পরুষের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

৩

উপেক্ষা জিনিসটা আমার একদম পছন্দ না। আমিতো কখনও জোর করে কিছু চাইনা। কোথাও যাইনা। নিশ্চিত সম্মতির আভাষ না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মেয়ের কাছে চুম্বন প্রার্থনাও করিনি। তারপরও কি জীবনে প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে হয়নি! অনেকেই হয়েছে! যারা ক্ষমতা দেখাতে চায় তাদের কাছ থেকে আমি দূরে থাকি। তারপরও জীবনে কত উপেক্ষা পেয়েছি!

টরন্টোতে একবার এক অনুষ্ঠানের বাইরে দাঁড়িয়ে একজন লেখকের সাথে গল্প করছিলাম। সাধারণত লেখকদের সাথে আমার তেমন মাখামাখি হয় না। এজন্য যে, যদি লেখালেখি নিয়ে কথা উঠে তাহলে আমি তেমন কিছু বলতে পারবো না। আমি চাইনা আমার অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়ে পড়ুক। যাই হোক। তো গল্পের ফাঁকে অকস্মাৎ লেখক একটু আড়াল নিলেন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে!

তনি বললেন, ওই যে দেখেন একজন মহিলা আসছে!

আমি বললাম, তাতে কি হয়েছে! ওরকম একজন সুন্দরী মহিলা আপনার কাছে আসছে আর আপনি আড়াল নিচ্ছেন! তিনি বললেন ভাই বইলেন না, এ শহরে আসার পর থেকেই মহিলারা আমার পিছু ছাড়ছে না।

আমি বললাম, সত্যি আপনি খুব ভাগ্যবান। মনে মনে নিশ্বাস ফেলে বললাম, আহারে ওরকম যদি আমার হতো! গোপনে বলে রাখি সেই সুন্দরী মহিলা সেদিন ওই লেখকের কাছে আসেন নি এসেছিলেন আমাকে দেখেই!

আনেকদিন আগে টরন্টোতে এক কবির বাসায় গিয়েছিলাম। আমি জানতামই না যে সে এত বড় মাপের কবি। আমি আসলে আগে তার নাম কখনও শুনিনি। এটা আমার ব্যর্থতা। জগতে কত কিইতো জানি না। তাছাড়া কবিতার আমি কীইবা বুঝি! কবির কাছে আমি কী একটা বিষয়ে যেনো পরামর্শ চাইলাম। সে তখন আমাকে নানা ধরনের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে বলল, জসিম, 'তুমি নাকি কি সব লেখো টেখো!' আমিও তাকে বলতে চেয়েছিলাম তুমি তো কবি. তুমি কী আবুল হাসানের মতো এক লাইন কবিতা লিখতে পারবা!! এরকম একটা লাইন..

'..অবশেষে জেনেছি মানুষ একা!

জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা!

দৃশ্যের বিপরীত সে পারে না একাত্ম হতে এই পৃথিবীর সাথে কোনোদিন...'

কিন্তু আমি বলিনি। আসলে আমার কিছু হয় না। আমি একটু কিম্ভুত। এসব কারনে মানুষের প্রতি দ্রুত আগ্রহ হারাই আমি। তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে শুরু করি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব শূন্যে হারিয়ে যায়। এভাবে হারাতে হারাতে আমি বেঁচে থাকি।

jasim.mallik@gmail.com

Toronto